R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা ( মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্ টাকা

## "ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের একজনকে চাকরী দিতে হবে"

বিশেষ প্রতিবেদক : সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী লক গেট উদ্বোধনে ফরাক্কা এলে তাঁকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তার প্রধান দাবী হলো ফরাক্কা ব্যারেজ ও এন টি পি সি প্রকল্প রূপায়ণে যে সমস্ত পরিবারের জমি অধিগৃহীত হয়েছে তাদের প্রতিটি পরিবার থেকে একজনকে প্রকল্পে চাকরী দিতে হবে। এ দাবী শুধু কংগ্রেসেরই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এ দাবী বারবার জানিয়ে আসছেন। ফলে সেখানকার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তাদের পরিবারের একটি ছেলে চাকরী পাবেই। এমনকি সাগরদীঘি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে জমি অধিগৃহীত হলে সেখানকার অধিবাসীরাও চাকরী পাবে এই আশা করছে। সে কারণে এই দাবী বাস্তব না শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির চেষ্টা এ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এন টি পি সি ও ফরাক্কা ব্যারেজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিবেদকের এ ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে এই দাবীর কোন বাস্তব ভূমিকা নেই। দুটি প্রকল্পের কোনটিতেই এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা সম্ভব না। এন টি পি সির কর্মী সংখ্যা প্রকল্প শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াবে সর্বমোট ৩,০০০। তার মধ্যে উর্দ্ধতন অফিসার থেকে সাধারণ কর্মী সকলেই রয়েছেন। ফরাক্কা ব্যারেজের বর্তমান কর্মী সংখ্যা ৪,০০০ তারমধ্যে ৩,০০০ স্থায়ী কর্মী। প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ। এখন যে পরিমাণ কাজ আছে তাতে ( ২য় পৃষ্ঠায় )

## রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি

রঘুনাথগঞ্জ : মহকুমা তথ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি বর্তমান আর্থিক বছরে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান প্রকল্পে যে সব কাজ হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কাজগুলি হলো—৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে সিদ্ধিকালী গ্রাম ভায়া কুলরী হয়ে বাদশাহী সড়ক পর্য্যন্ত ৭'৫ কিমি রাস্তার মাটি ফেলা ও মোরাম দেওয়া। ওই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মত জল নিকাশের জন্য ১৭টি পাকা সাঁকো এবং সিদ্ধিকালী গ্রামে রাস্তার ধারে ৫৫০ মিটার পাকা নর্দমা তৈরী। ব্যয় হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। সুজাপুর মোড় থেকে নূতনগঞ্জ ঘাট ভায়া জেঠিয়া রাজানগর পর্য্যন্ত ২ কিমি রাস্তায় এক লক্ষ পনের হাজার টাকা ব্যয়ে মোরাম দেওয়ার কাজও শেষ হয়েছে। তেতাল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পানুযায়ী তপশীল ও আদিবাসীদের জন্য ৮টি বাসগৃহ। বিভিন্ন গ্রামের রাস্তার ধারে এক লক্ষ বারো হাজার টাকা ব্যয়ে ৪১ হেক্টর জমিতে ৭৬০০০ চারা গাছ লাগানো হয়েছে। এবং তালাই মৌজায় একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১ কিমি দীর্ঘ একটি নালা পুনঃ খনন করে ১৫ হেক্টর চাষ জমিকে জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়াও জেলা পরিকল্পনা তহবিল থেকে পাওয়া প্রায় চার লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। তন্মধ্যে কুড়িজন বৃদ্ধকে বার্দ্ধক্য ভাতা ও দুইজন মহিলাকে বিধবা ভাতা ছাড়াও কুলরী মৌজায় সিমলা ও বাড়ালা গ্রামে ৩ কিমি একটি জল সেচের নালা পুনঃ নির্মাণ করে ৩০ হেক্টর জমিতে জল সেচের ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## বন্যার পরবর্তীতে রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জল বিষাক্ত হয়ে পড়ায় আন্ত্রিক রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে বলে খবর। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরী রণজিতপুর, গিরিয়া, খেজুরবোনা, সম্মতিনগরের নিচু অঞ্চল এবং মহালদার পাড়ায় এই রোগ প্রায় প্রতিটি পরিবারে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ ছুটছে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনৈক কর্মী জানান, বন্যার পর যে সমস্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল তা একেবারে অবহেলা করা হয়েছে। বন্যার জল নেমে যাওয়ার সাথে সাথে সেবা কর্মীরা বেপাত্তা। স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। সঠিক ও সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া হলে এখনও মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব। পশুদের মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এতে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরে খোঁজ নিলে তাঁরা জানান, মহামারী সম্বন্ধে তাঁরা কোন সংবাদ পাননি, তবে পুর শহরে এনকেফেলাইটিসের আক্রমণে একজনের মৃত্যু সংবাদ তাঁদের দপ্তরে এসেছে।

## জ্যোতি সিনেমার আশেপাশে অন্ধকারের রাজত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনের ১নং প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে ঝোপঝাড় কেটে আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন 'জ্যোতি' সিনেমার ভিত খোঁড়া হয়েছিল তখন মনে হয়েছিল যাক কিছু লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা পাকা হল। কিন্তু তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে, এই সিনেমা হলকে কেন্দ্র করে আশেপাশে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

## ॥ অমানবিক ॥

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিগত বিধ্বংসী বন্যায় কত মানুষ যে কী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, কত গবাদি পশু নানাভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, কত জমির ফসল যে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার পরিমাপ করা সহজ নহে। মোটামুটি হিসাব খতাইয়া দেখা হইয়াছে। এই মহকুমার সাতটি ব্লকে প্রায় আঠার হাজার একর জমির ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। ব্লকওয়ারি হিসাবে দেখা যায় যে, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ৪,৪২৮ একর, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ৪,৪২৪ একর, সুতী ১নং ব্লকের ২,১৩০ একর, সুতী ২নং ব্লকের ২,৪৬০ একর, সামসেরগঞ্জ ব্লকের ১,১৮৩ একর, ফরাক্কা ব্লকের ১,০১০ একর এবং সাগরদীঘি ব্লকের ২,৪০০ একর জমির ফসল বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিনষ্ট মোট ফসলের অর্থমূল্য প্রায় ৯৮ লক্ষ টাকার মত। সরকারী সূত্রে যতটুকু জানা যায় তাহাতে দেখা যাইতেছে দুর্গত মানুষদের চাল, গম, আটা প্রভৃতি যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত নহে। বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে মোট অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তিন লক্ষ আশি হাজার টাকার মত।

বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহার পূরণে প্রদত্ত সাহায্য সমান হইতে পারে না। তবু যেটুকু সাহায্য দেওয়া হয়, তাহার উপযুক্ত বণ্টনই হইতেছে এক মানবিক প্রশ্ন। বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি নৈসর্গিক বিপদে মানুষের কোন হাত নাই। এই আধিদৈবিক দুর্যোগে মানুষ অকৃপণভাবে সাড়া দিবেন, ইহাই কাম্য। কিন্তু অনেক সময় এই মনোবৃত্তির ব্যত্যয় ঘটে। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত পরপর দুইটি সংবাদে দেখা যায় যে, বন্যাক্লিষ্ট মানুষদের দুর্গতিকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতির ঘৃণ্য চক্রান্ত চলিতেছে। অবশ্য এই রাজনীতির খেলা সমসেরগঞ্জ ব্লকের কয়েকটি অঞ্চলে এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলের ব্যাপারেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু রাজনীতির এই সুযোগ ত সর্বত্রই। সেখানে যে দল প্রবল, বন্যার্ত মানুষদের সাহায্য দান হোক বা তালিকা গঠনের ব্যাপারেই হোক, দলীয় সমর্থকেরা যে সুযোগ পাইয়া থাকেন, অন্যেরা তাহা পান না। বিপদে-দুর্যোগেও যে মানুষ ইতরবিশেষ জ্ঞান করে, ইহাই আজ পরমাশ্চর্য। কে কংগ্রেসী, কে বামপন্থী, কে বা নির্দল—সাহায্য দানের ক্ষেত্রেও তাহা চিহ্নিত হইতেছে! মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এইরূপ হয় না। অথচ আমরা আজ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির কতই না গর্ব প্রকাশ করি, আর বিপন্ন মানুষদের মধ্যে শত্রুমিত্র বাছাই করি!

## একজনকে চাকরী দিতে হবে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কর্মী সংখ্যা উদ্‌বৃত্ত। বেশ কিছু কর্মী কাজ না করে মাসিক মাইনা গুণছেন। আন্দোলনের চাপেই কর্মী ছাঁটাই সম্ভব হচ্ছে না। অতএব এই সংস্থায় নয়া কর্মী নিয়োগের চিন্তা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথা জানালেন ফরাক্কা ব্যারেজের জনৈক কর্মকর্তা। অপরদিকে এন টি পি সিতে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিল্প শিক্ষায় ডিপ্লোমা বা ডিগ্রিপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন সর্বাধিক। অদক্ষ কর্মী নেওয়া যেতে পারে বড়জোর ৮০০ জন। বর্তমানে অফিসার থেকে সাধারণ কর্মী যে ১৭০০ জন কর্মরত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৭০০ জন ওয়ার্কার্স। এর মধ্যে ধরা হয়েছে এটেণ্ডেণ্ট, মজদুর এবং ডেলি ওয়েজেস লেবার। এত বৎসর কাজ চলা সত্ত্বেও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টে ক্ষতিগ্রস্তদের সকলকে চাকরী দেওয়া সম্ভব হয়নি। এন টি পি সিতে যে চাকরী দেওয়া হয়েছে তা রীতিমত যোগ্যতার ভিত্তিতে ও মেধা পরীক্ষার মাধ্যমে। এটাই যোগ্য এবং সঠিক পন্থা। উপরন্তু এন টি পি সির কার্য্যকাল শেষ হলে কর্মী উদ্‌বৃত্ত হবে এবং তা ছাঁটাই এর প্রশ্ন দেখা দেবে। অতএব একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় এন টি পি সি ও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টে চাকরী দেওয়া যদিও সম্ভব করে তোলা যায় তবু সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত। তখন উদ্‌বৃত্ত কর্মীর যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তা থেকে পরিত্রাণের পথ কই? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এ সমস্যা কাটিয়ে উঠার সঠিক পথ হলো এই অঞ্চলে আনুষঙ্গিক শিল্প প্রসার ঘটিয়ে তোলা। ফরাক্কাকে শিল্পনগরী হিসাবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনড্রাসট্রিয়াল ইনট্রাসটাকচার ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশনের রয়েছে তাকে সঠিক রূপ দিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারলে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয় ফরাক্কা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে বেসরকারী শিল্পপতি ও বহুজাতিক সংস্থাকে এই অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে। যদি তা করা সম্ভব হয় ও ফরাক্কা শিল্প নগরীতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, তবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখা দেবে। তখনই সম্ভব হবে এই অঞ্চলের বেকার যুবকদের চাকরীর অগ্রাধিকার দেওয়া। নতুবা শুধুমাত্র দাবী-দাওয়া মিয়ে "পরিবারের একজনকে চাকরী দিতে হবে" শ্লোগান শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাঁওতা বলে গণ্য হতে বাধ্য। এ কাজ ত্বরান্বিত ও বাস্তবায়িত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কেন্দ্রে কংগ্রেসের শাসন রয়েছে। অতএব শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের প্রতিনিধি হিসাবে অন্ততঃপক্ষে রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষে ওই অবাস্তব দাবী না তুলে ফরাক্কাকে শিল্প নগরী করে সেইসব শিল্প সংস্থায় স্থানীয় যুবককে নিয়োগের দাবী তোলাই সঠিক পন্থা ও বাস্তবোচিত বলে মনে হয়।

## চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

### বাদল প্রসঙ্গে

আপনার ৭৪শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা তারিখ ৪ঠা নভেম্বর (১৯৮৭) এ প্রকাশিত 'সেই বাদল মির্জা সি পি আই (এম) এ যোগ দিল' শীর্ষক সংবাদটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সংবাদটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেটা আমাদের দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। সি পি আই (এম) একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নীতি নিয়ে চলে। এই দলে কোন ব্যক্তিকে এভাবে গ্রহণ করা যায় না। আশা করি আপনার পত্রিকায় এই প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করে সংবাদপত্রের মর্যাদা রক্ষা করবেন।

বিনীত—

মহঃ গিয়াসুদ্দিন

সম্পাদক, জঙ্গীপুর লোকাল কমিটি

### গ্রামসেবক সমিতির জেলা সম্মেলন

বহরমপুরঃ গত ১৪ নভেম্বর বহরমপুর ইরিগেশন অফিস প্রাঙ্গণে পঃ বঃ গ্রামসেবক সমিতি, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার ৩৫তম (দ্বিবার্ষিক) জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার প্রায় ৩৫ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক হরমোহন চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে আগামী ৮-১১ জানুয়ারী বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকল সদস্যকে আহ্বান জানান। সম্মেলন থেকে আগামী কার্য্যকালের জন্য অপর্ণা দাশগুপ্তকে সভাপতি, নারায়ণচন্দ্র মণ্ডলকে সম্পাদক, অশোক চক্রবর্ত্তীকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ১৯ জনের এক জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

# National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

## Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; 742236 ; MURSHIDABAD (W. B.)

Gram ; 'THERMPOWER' FARAKKA

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/ WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials,

The documents will be on sale from 30-11-87 to 23-12-87 from 9·00 to 12 00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

| Sl. No. | Name of works | Approx. value of work | Amt. of EMD cost of tender paper | Completion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of road & drains from permanent township to NH-34 near Chamagram at Khejuriaghat of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 1545/T·95/87 | 5·0 Lakhs | Rs. 10,000/- Rs. 50/- | Eight months | 24-12-87 at 3 p. m. |
| 2. | Main tenance & repair of road in field hostel complex and supervisors' colony of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 641/T-96\|87 | 4·5 Lakhs | Rs. 9,000/- Rs. 50/- | Twelve months | 24-12-87 at 3 p. m. |
| 3. | Construction of garrage and cycle/ scooter shed near hospital building in permanent township of FSTPP. at Khejuriaghat. NIT no. FS : 42 : CS : 1547/T-97/87 | 0·60 Lakh | Rs. 1200/- Rs. 25/- | Five months | 24-12-87 at 3 p. m. |
| 4. | Construction of cycle/scooter shed near Bank/Post Office building at permanent township of FSTPP at Khejuriaghat. NIT no. FS : 42 : CS : 1548/T-98/87 | 0·40 Lakh | Rs. 800/- Rs. 25/- | Four months | 24·12-87 at 4 p. m. |
| 5. | Site grading and leveling work of the area back side of field hostel-3 in field hostel complex of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 642/T-99/87 | 0·60 Lakh | Rs. 1200/- Rs. 25/- | Three months | 24. 12. 87 at 4 p. m. |
| 6. | Construction of vegetable, fish, meat stall near town level shoping centre at permanent township of FSTPP at Khejuriaghat. NIT no. FS : 42 : CS : 1546/T-100/87 | 0·60 Lakh | Rs. 1200/- Rs. 25/- | Five months | 24-12-87 at 4 p. m. |

Contd...

| Sl. No. | Name of works | Approx. value of work | Amt. of EMD cost of tender paper | Completion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Modification of right bank inspection road street light cabling of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 994/T-101/87 | 0'65 Lakh | Rs 1300/- Rs. 25/- | Two months | 24-12-87 at 4 p. m. |

## TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs..... enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. For sl no. 7, tenderer must have valid electrical contractor's licence.
6. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one part solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

**Senior Engineer (Contracts),**
F. S. T. P. P./N. T. P. C.

### বাস দুর্ঘটনা

সাগরদীঘি : গত ৩০ নভেম্বর ৩৪নং জাতীয় সড়কে মোড়গ্রাম-বাহালনগরের কাছে নর্থ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের কলকাতা-মালদাগামী একটি বাস দুর্ঘটনায় পড়ে। একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে বাসটি রাস্তার নিচে নেমে পড়ে। ট্রাকটিও উল্টে যায়। কয়েকজন বাসযাত্রীকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

### কাজের অগ্রগতি

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওলী, খোজারপাড়া, দিয়ার রাণীনগর, রাণীপুরে নূতন প্রাইমারী স্কুল ও সাহেবনগর, জগন্নাথবাটী, তালাই ও সাদিকপুরের পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণ প্রকল্পে এই তহবিল থেকেই চারজন প্রতিবন্ধী ছাত্রকে সাহায্য বাবদ এক হাজার তিনশত কুড়ি টাকা, স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য চারজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সাত হাজার টাকা, সমাজ নিরাপত্তা প্রকল্পানুযায়ী দরিদ্র দুটি পরিবারকে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

### অন্ধকারের রাজত্ব

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

যে সব চায়ের দোকান গজিয়ে উঠছে, খোদ জ্যোতিবাবুর আমলে একেবারে প্রকাশ্যে সেই সব দোকান থেকে চুল্লু বিক্রী হবে? আর তাদের দৌরাত্ম্যে সুস্থ নাগরিকদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পথ চলতে হবে? বাস্তবে তাই ঘটেছে। দিনের পর দিন পুলিশের কর্তব্যে অবহেলার দরুণ অথবা সমাজবিরোধীদের সাথে অদৃশ্য যোগসাজসের দরুণ চুল্লু কেনা-বেচার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে 'জ্যোতি' সিনেমার আশপাশের এই এলাকা। চুল্লু সেবনের সঙ্গে রেল লাইনে বসে জুয়া খেলা গাঁজা খাওয়া, লাল চোখে মাতলামি করা এখন রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসখানেক আগে আবগারি পুলিশ লোকদেখানো হানা দিয়েছিল, কিন্তু কোন অদৃশ্য কারণে তারা নাকি এক আরও চুল্লু আটক করতে পারেনি, যদিও চুল্লুর জারগুলি তাদের চোখের সামনেই ধানক্ষেতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্থানীয় সাধারণ মানুষ কিন্তু পুলিশের এহেন অবহেলা আর সহ্য করতে রাজি নন। তাঁরা চাইছেন অবিলম্বে অন্ধকারের রাজত্ব বন্ধ করে সমূলে দুষ্টচক্রের বীজ উৎপাটন করতে পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা। প্রয়োজনে চব্বিশ ঘন্টার তিন শিফটে কনস্টেবল অথবা হোমগার্ড মোতায়েন করে জ্যোতি সিনেমা এলাকাকে অন্ধকারমুক্ত করতে।

### আগুনে পুড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

জঙ্গিপুর : গত ২৪ নভেম্বর ছোটকালিয়াই গ্রামে এক গৃহবধূর আগুনে পুড়ে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়। গ্রামের লোকের অভিযোগ, শ্বশুর বাড়ীর অমানবিক অত্যাচারই এই মৃত্যুর অন্যতম কারণ। মৃতার পিতা রঘুনাথগঞ্জ থানার ঘোড়শালা গ্রামের অধিবাসী ও একজন প্রাইমারী শিক্ষক। তিনি এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মেনে নিয়েছেন। মৃত্যুকালে বধূটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে জানা যায়। এই ঘটনায় পুলিশ অদ্ভুতভাবে নিষ্ক্রিয়।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ ( সদরঘাট ) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।